লিপি
পোর্ট ব্লেয়ার, রবিবার, ২৪ জুন ২০১৮
Port Blair•Sunday•June 24, 2018
Arthik Lipi, Page 3

শ্যামাপ্রসাদের তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন নিয়ে বিজেপি'র খোঁচা, জবাব তৃণমূলের

অবশেষে শুভবুদ্ধির উদয় : দিলীপ

স্টাফ রিপোর্টার : জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন ঘিরেও সরগরম রাজ্য-রাজনীতি। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে জোর তরজা। রাজ্য সরকারের তরফে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানো নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কটাক্ষ, 'অবশেষে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে।'

শনিবার তাঁর তিরোধান দিবসে শ্যামাপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিজেপি। মূল অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয় কেওড়াতলা মহাশ্মশান লাগোয়া পার্কে। সেখানে শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিন্‌হারা। আবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানো হয় তৃণমূল পরিচালিত সরকারের তরফেও। আর এই নিয়েই তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'অবশেষে শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কিন্তু বড্ড দেরি হয়ে গেছে। দেরি হলেও ভাল কাজ করেছে। ভাল কাজের প্রশংসা করা উচিত। আমরা তাই প্রশংসা করছি।'

এদিন ভারতকেশরীকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বিজেপির কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিন্‌হাও। তৃণমূল সরকারের তরফে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানানোর ঘটনা নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি তিনি। রাহুল সিন্‌হা বলেন, 'তৃণমূল এই মূর্তি মাওবাদীদের দিয়ে ভাঙিয়েছিল। সেই কাজ করে যে পাপ তৃণমূল করেছিল তাকে খণ্ডন করার জন্যই তারা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।' এই প্রসঙ্গে রাহুল সিন্‌হার আরও সংযোজন, 'তৃণমূল দেরিতে হলেও বুঝতে পেরেছে যে, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্যই বাংলা ভারতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তাই তাঁকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছে।'

এদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচি নেয় বিজেপি। বিজেপির রাজ্য দফতর থেকে সেই মিছিল বের হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন দিলীপ ঘোষ। মিছিল যায় রানি রাসমণি রোড পর্যন্ত। এদিনের কর্মসূচির ফাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিন সফর বাতিল নিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্য, 'আমরা চাইছিলাম যে মুখ্যমন্ত্রী চিনে চান। তাতে যদি বাংলার কোনও উন্নতি হয়। কিন্তু পুরোটাই ড্রামা। এর মধ্যে কোনও সারবত্তা নেই।' তাঁর আরও খোঁচা,' ওনার বন্ধু পিনারাইকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, কেন মুখ্যমন্ত্রী চিন সফরে গেলেন না। তারাই বলতে পারবেন।' এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা তো ঘুরতে যেতে বলিনি। বিদেশে ঘুরতে গিয়ে অনেক পয়সা নষ্ট করেছেন। সেই পয়সা দিয়ে এখানে শিল্প হতে পারত। কিন্তু উনি এখন বুঝতে পেরেছেন, বিদেশে গিয়ে ফটো তুলে আসার নাটকটা মানুষ ধরে ফেলেছেন। এতে কোনও লাভ হবে না। তাই লোক হাসানো কমাতে চিন সফর বাতিল করেছেন।'

বিজেপি আসার আগে থেকেই তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছি, পাল্টা ফিরহাদ

স্টাফ রিপোর্টার: কারও প্রভাবে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সম্মান জানানো হচ্ছে না। দিলীপ ঘোষের পাল্টা হিসাবে মন্তব্য নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের। শনিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের তিরোধান দিবস নিয়ে কার্যত বিজেপিকে টেক্কা দিতে ময়দানে নামে তৃণমূল। কেওড়াতলা শ্মশানে এদিন সকালে 'ভারত কেশরী'র মূর্তিতে মাল্যদান করেন ফিরহাদ হাকিম, শোভন চট্টোপাধ্যায় সহ একঝাঁক তৃণমূল নেতা-নেত্রী। আর এই ঘটনায় তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। একইভাবে রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সম্পাদক রাহুল সিনহাও। তারই পাল্টা হিসাবে রাজ্যের নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'কারোর প্রভাবে নয়, কৃতী ভারতীয় হিসাবেই আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সম্মান জানাচ্ছি।' ত্রিপুরায় বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরই, আগরতলা থেকে প্রায় ৯০ কিমি দূরে বেলোনিয়া গ্রামে ভাঙা হয় লেনিনের মূর্তি। এই ঘটনার রেশ ধরেই ভেঙে ফেলা হয় কেওড়াতলা শ্মশানের শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের এই মূর্তিটি। পরে কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে সংস্কার করা হয় মূর্তিটি। শনিবার সেই মূর্তিতেই মালা দেন ফিরহাদ হাকিম-শোভন চট্টোপাধ্যায়। যা নিয়ে রীতিমতো বাকযুদ্ধে নামে বিজেপি-তৃণমূল। ফিরহাদ হাকিমের বক্তব্য, 'যখন বিজেপি ছিল না, তখন থেকেই আমরা শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমি মন্ত্রী হওয়ার আগেও এখানে মালা দেওয়া হত। আমি সাত বছর ধরে মন্ত্রী। আমিও সাত বছর ধরে শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছি। আমার আগে মালা রায়-সুব্রত বক্সিরা মালা দিতেন। তাই এটা নতুন কিছু নয়। ভারতের কৃতী সন্তানদের সম্মান জানাতে আমাদের কারো প্রভাবের দরকার পড়ে না।' এদিন নগরোন্নয়নমন্ত্রী ছাড়াও শ্যামাপ্রসাদের মূর্তিতে মাল্যদান করেন রাজ্যের আরও এক মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। বিজেপি গোটা ঘটনায় তৃণমূলকে আক্রমণ শানালেও, এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই বলেও দাবি করেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'এর পিছনে কোনও রাজনীতি নেই। আর শ্যামাপ্রসাদকে মালা দিলে যেমন বিজেপি তৃণমূল হয়ে যাবে না, একইভাবে তৃণমূলও বিজেপি হয়ে যাচ্ছে না। বাংলার কৃতী সন্তান হিসাবেই আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে সম্মান জানাচ্ছি। এটা আমাদের কর্তব্য।' শনিবার শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুদিনকে সামনে রেখে কার্যত রণংদেহি রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসক দল।

বাগুইআটিতে ট্রাফিক পুলিশকে হেনস্থা ও মারধরের অভিযোগে গ্রেফতার যুবক

স্টাফ রিপোর্টার : বাগুইআটির নারায়ণতলায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকে মারধরের অভিযোগ উঠল। মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালাচ্ছিল এক যুবক। অভিযোগ, পুলিশ আটকালে সে পুলিশকে মারধর করে। এমনকি তাকে গাড়ি দিয়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে পরে। পুলিশ তাকে নারায়ণতলায় আটকায় এবং বাগুইআটি থানার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম রঞ্জিত চক্রবর্তী। তার ফোর্ড গাড়িটিকে আটক করা হয়েছে। জানা গেছে ওই ব্যক্তি কৈখালি দিক থেকে ভিআইপি রোড ধরে পরপর সিগন্যাল লঙ্ঘন করে এগিয়ে যাচ্ছিল। কৈখালি থেকে সে পরপর তিনটে সিগন্যাল ভেঙে যাওয়া শুরু করে। এই খবর ওয়ারলেসে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। নারায়ণতলায় ট্রাফিক পুলিশ আটকালে সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাকে কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশ আটকায়। ট্রাফিক পুলিশকে গাড়ি চাপা দিয়ে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। যদিও তাকে ধরে ফেলা হয়। তার মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। পুলিশের জেরায় স্বীকার করেছে সে মদ্যপ অবস্থায় ছিল এবং সিগন্যাল না মেনে পালিয়ে যাচ্ছিল।

জানা গেছে তাকে আটক করার পর সে পুলিশের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে এবং মারধর করে। ট্রাফিক গার্ড পুলিশ তাকে আটক করে রাখে এবং বাগুইআটি থানার হাতে তুলে দেয়। বাগুইআটি থানা সূত্রে জানা গেছে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মোটর ভেলিকেলস অ্যাক্ট এবং সরকারি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে। আগামীকাল তাকে বারাসত আদালতে তোলা হবে।

প্রাক্তন ফুটবলারের মৃত্যু ঘিরে রহস্য

স্টাফ রিপোর্টার : রহস্যজনকভাবে রেললাইনের ধার থেকে উদ্ধার হল প্রাক্তন ফুটবলারের দেহ। মৃতের নাম রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়। শুক্রবার রাতে লেক গার্ডেন্স স্টেশনের অদূরেই রেললাইনের ধারে ওই প্রাক্তন ফুটবলারের মৃতদেহ মেলে। এটা খুন নাকি আত্মহত্যা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শুক্রবার রাত ৮টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান চারু মার্কেট এলাকার বাসিন্দা রঞ্জিত। রাত ১০টা নাগাদ পরিবারের কাছে খবর আসে, রেললাইনের ধারে রঞ্জিতের দেহ পাওয়া গিয়েছে। পরিবারের অভিযোগ, রঞ্জিত বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই পাঁচ যুবক তাঁর বাড়িতে আসে। তারা রঞ্জিতের খোঁজ করে। রঞ্জিতের নামে গালিগালাজও করতে থাকে বলে অভিযোগ পরিবারের। আর এতেই রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। তা হলে কী মৃত্যুর পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে। পরিবারের বক্তব্য, ভয়ের মধ্যেই ছিল রঞ্জিত। তার উপর কেউ বা কারা চাপ সৃষ্টি করছিল বলে অভিযোগ পরিবারের। রঞ্জিতের মা জানিয়েছেন, ছেলে রাতে বেরিয়ে যায়। আমি ভেবেছিলাম, ছেলে ফিরলে খাব। কিন্তু ছেলে আর ফেরেনি। রেললাইনের ধার থেকে যখন রঞ্জিতের দেহ উদ্ধার করা হয়, তখনও তাঁর হাতে মোবাইল ফোন ছিল। সেই মোবাইলে বেশ কয়েকটি মিস্‌ড কল ছিল। নানা দিক খতিয়ে দেখে রহস্য উদঘাটন করার চেষ্টায় তদন্তকারীরা।

টেলি অভিনেত্রীর শ্লীলতাহানি

স্টাফ রিপোর্টার: যাদবপুরের একটি অভিজাত আবাসনে এক অভিনেত্রীর শ্লীলতাহানি। অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে বহিরাগতরা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ। যাদবপুর সেন্ট্রাল রোডের একটি আবাসনের একতলায় গত চার বছর ধরে পরিবার নিয়ে থাকেন টেলি দুনিয়ার পরিচিত মুখ ঝুমা ঘোষ। ওই একই আবাসনের চারতলায় অপর এক ব্যক্তি ফ্ল্যাট কিনলেও, নিজেরা সেখানে থাকতেন না। নিগৃহীতার অভিযোগ, 'ওই ফাঁকা ফ্ল্যাটে প্রতিদিন রাতে বাইরের বেশ কয়েকজন লোক আসে। যার মধ্যে মহিলারাও আছেন। যাদের সকলেই অপরিচিত।' তবে আবাসনের ফ্ল্যাটে বহিরাগতদের আনাগোনা নিয়ে একাধিকবার চারতলার ওই ফ্ল্যাটটির মালিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছিলেন বাকি আবাসিকরাও। ঝুমা ঘোষের বক্তব্য, 'তাতেও কোনও লাভ হয়নি। আমি নিজে গোটা বিষয়টির প্রতিবাদ করি।' অভিযোগ, প্রতিবাদ করায় ওই বহিরাগতদের হাতে আক্রান্ত হতে হয়েছে টেলি অভিনেত্রীকে। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার রাত ১০টা নাগাদ ওই বহিরাগতরা মদ্যপ অবস্থায় চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে, মদের বোতল ছোড়া হয়। ঝুমা ঘোষের বক্তব্য, 'আমি গোটা বিষয়টি জানিয়ে যাদবপুর থানায় ফোন করি, পুলিশ এসে ওদের সঙ্গে কথাও বলে।' অভিযোগ, পুলিশ চলে যাওয়ার পর ফের স্বমহিমায় ফিরে আসে বহিরাগতরা। রাতে ওই অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে থাকে তারা। ফ্ল্যাটের দরজায় লাথিও মারতে থাকে অভিযুক্তরা। আতঙ্কিত হয়ে দরজা খোলেন ঝুমা ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, 'আমার দরজায় লাথি মারতে থাকা বহিরাগতরা। বাধ্য হয়েই আমি দরজা খুললে আমার ওপর চড়াও হয়। মারধরের পাশাপাশি আমার শ্লীলতাহানিও করা হয়।' তবে তার আগে ওই আবাসনের সিসিটিভি ক্যামেরাও ভেঙে দেয় বহিরাগতরা। পরে যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ওই অভিনেত্রী। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে সিসিটিভি ফুটেজ না থাকায় তদন্তে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পুলিশকে। এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

সিনেমায় সুযোগের টোপ দিয়ে মহিলাকে যৌন সম্পর্কের জন্য চাপ, গ্রেফতার চিত্রপরিচালক

স্টাফ রিপোর্টার : এক মহিলাকে সিনেমায় সুযোগ পাইয়ে দেওয়ার নাম করে তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই অভিযোগেই শুক্রবার রাতে শর্ট ফিল্ম মেকার কে গ্রেফতার করল বাগুইআটি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম অর্ণব রায়।

মহিলার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকেই অর্ণব তাকে যৌন সম্পর্ক তৈরি করার জন্য চাপ দিতেন বলে অভিযোগ। ওই মহিলাকে অর্ণব বলেন, তাকে সিনেমায় সুযোগ পাইয়ে দেবেন। তার প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় ওই মহিলাকে হেনস্থা করেন অর্ণব। তাকে প্রাণে মারার হুমকিও দেওয়া হয়। অভিযোগকারিণীর বক্তব্য, অর্ণবের ছেলে এবং তার মেয়ে বাগুইআটির একটি বেসরকারি স্কুলে এক সঙ্গেই পড়ত। সেই সূত্রেই অর্ণবের সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল ২০১৫ সালে। প্রথম দিকে কোনও সমস্যা না হলেও, কিছু দিন পর থেকেই সিনেমায় কাজ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে ফোনে বারবার অশালীন প্রস্তাব দেন অর্ণব। অর্ণবকে এড়ানোর জন্য ২০১৬ সালে তিনি নিজের ফোন নম্বর পর্যন্ত বদলে ফেলেছিলেন। এতে কিছুদিনের জন্য মুক্তি মিলেছিল ঠিকই, কিন্তু ওই মহিলা তপসিয়ার যে বেসরকারি হাসপাতালে যুক্ত, সেই হাসপাতালের 'ল্যান্ড লাইন'-এ অর্ণব তারপর নিয়মিত ফোন করতে শুরু করেন।

মহিলার দাবি, মতলব বুঝতে পেরে তিনি অর্ণবকে এড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলেছিলেন, অর্ণবের ফোন এলে না দেওয়ার জন্য। এতে নাকি অর্ণব আরও ক্ষেপে যান। মহিলা টাকা নিয়ে ফেরত দিচ্ছেন না বলেও অভিযোগ আনেন অর্ণব। যদিও মহিলার বক্তব্য, ''অর্ণবের অভিযোগ যে মিথ্যা তা আমি আদালতে প্রমাণ করে দিয়েছি।'' তারপর মানসিক চাপ বাড়তে থাকে আরও। মহিলার কথায়, ''অর্ণবের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ জানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পরিবারের বাধায় তা সম্ভব হয়নি।''

পরিস্থিতি আরও খারাপ হয় এ বছরের ২৭ মার্চ। সেই দিন কেষ্টপুরে মহিলার বাড়ি গিয়ে চড়াও হন অর্ণব। বাড়িতে মহিলাকে না পেয়ে তার শাশুড়িকে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। মহিলার চরিত্র সম্পর্কে নানা মন্তব্য করে, তিনি যে সংস্থায় কর্মরত সেখানেও নাকি ই-মেল করেন অর্ণব। পাল্টা ওই মহিলাও তপসিয়া থানায় অভিযোগ জানান। পাশাপাশি এফআইআর করা হয় বাগুইআটি থানায়।

অবশেষে শুক্রবার রাতে অর্জুনপুর এলাকা থেকে অর্ণব রায়কে গ্রেফতার করে বাগুইআটি থানার পুলিশ। মহিলার অভিযোগ, তিনি অর্ণবের স্ত্রীকে গোটা ঘটনা জানিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। অর্ণবের চক্রে তার স্ত্রীও জড়িয়ে রয়েছেন বলে দাবি করেছেন ওই মহিলা।

নাবালিকাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হওয়া সত্ত্বেও অধরা অভিযুক্ত

আকাশ বিশ্বাস

১৪ জুন আটঘড়ার বাসিন্দা এক নাবালিকাকে খুন করার চেষ্টার অভিযোগ ওঠে স্থানীয় যুবক নুর ইসলাম শেখের বিরুদ্ধে। নিউটাউন থানায় অভিযোগ দায়ের হলেও পুলিশ ব্যবস্থা নেয়নি বলে অভিযোগ। অভিযুক্ত যুবক ফেরার। গ্রেফতার না হওয়ায় শনিবার নিউটাউন থানার পুলিশের দ্বারস্থ হয় নাবালিকার পরিবার। যদিও অভিযুক্তকে দ্রুত ধরার আশ্বাস ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি পুলিশ।

জানা গেছে, নুরের সঙ্গে নাবালিকার দেড় বছর ধরে প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সে ওই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলে নুর তাকে ক্রমাগত হুমকি দিতে থাকে। প্রায়ই তার পিছু নিত সে। ১৪ জুন ওই নাবালিকা শুলংগুড়িতে মামার বাড়িতে গেলে সেখানে হাজির হয় নুর ইসলাম। নাবালিকার সঙ্গে একান্তে কথা বলার দাবি জানায়। পরিবারের লোকেরা সবার সামনে কথা বলতে বলে। তাতে রাজি হয়নি নুর। ঘরে একা নাবালিকার সঙ্গে কথা বলতে চায়। এরপর একটি ঘরে ওই নাবালিকাকে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয় এবং তার গলা টিপে ধরে। তার ব্যাগে দু'টি ছুরি ছিল বলে দাবি নাবালিকার। সে চিৎকার করলে দরজা ভেঙে পরিবারের লোকেরা ভেতরে ঢুকে পড়ে। ততক্ষণে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিল সে। এরপরই নুরকে মারধর করে তারা। ঘর থেকে বের করে দেয়। রাতে নিউটাউন থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। এরপর নুর ইসলাম বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। অভিযোগ দায়ের করার পরেও পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে পারেনি। নাবালিকার পরিবারের দাবি নুর এলাকাতেই লুকিয়ে আছে। তাতে নুরের পরিবারের সায় রয়েছে। নুর ইসলাম আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। নাবালিকার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করায় এবং এলাকায় তার দুর্নাম হওয়ায় নাবালিকা তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে দিতে চায়। এর জেরেই তার উপর এই হামলা চালায় নুর। তার আসল বাড়ি মুর্শিদাবাদে। আটঘরা এলাকায় সে তার বাবা ও মা'র সঙ্গে একটি বাড়িতে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত। খুনের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ নুরকে গ্রেফতার না করতে পারায় হতাশ নিগৃহীতার পরিবার। তারা শনিবার পুনরায় নিউটাউন থানার দ্বারস্থ হয় এবং পুলিশকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করার দাবি জানায়। অভিযুক্ত গ্রেফতার না হওয়ায় স্বভাবতই হতাশ নিগৃহীতার পরিবার।